করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন
Jahangirnagar University Department of Statistics Alumni Association

২০২২

সুচিপত্র

১. ভূমিকা..... ৩

২. উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি..... ৩

৩. বাজেট এবং ব্যয় ৪

৪. খাত ভিত্তিক বরাদ্দ..... ৪

৫. সিএসআর কমিটি ৪

৬. সিএসআর খাত হতে ব্যয়..... ৪

(ক) শিক্ষা বৃত্তি..... ৪

(খ) অ্যালামনাইদের কল্যাণ..... ৫

(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিবিধ খাত ৬

৮. পরিচালনা ৬

৯. যথাযথ পরিপালন..... ৬

১. ভূমিকা

"তোমার মাহাত্ম্য তোমার কাছে যা আছে তা নয়,
তুমি যা দিতে পারছো তা।"

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের রয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতা, এই দায়বদ্ধতাই তাকে করেছে সৃষ্টির সেরা। অনেক মানুষের সম্মিলিত পরিশ্রমে গড়ে ওঠা সভ্যতায় আমরা সভ্য হয়েছি। এত কিছু ভোগ করার পর খুব স্বাভাবিকভাবে সমাজের জন্য আমাদের অনেক কিছু করার থাকে। এ ভাবনাটাই সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল উপজীব্য বিষয়।

টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) বর্তমান বিশ্বে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো এক ধরনের শিষ্টাচার বা নীতি, যা সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে এটির পরিচালনার নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি প্রতিষ্ঠানের নৈতিক ও আইনগতভাবে পরিচালিত হলেই এর সব দায়মুক্তি হয়েছে তা বলা যায় না। যে পরিবেশে বা যে সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, সেই সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়বদ্ধতা জন্মায়। করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা হচ্ছে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও বিজনেস মডেলের সংমিশ্রণ।

করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে বুঝায়, যেসব কার্যক্রম সমাজ, মানুষ, পরিবেশকে প্রভাবিত করে, একটি প্রতিষ্ঠান তার সেসব কর্মের জন্য সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। যা প্রকারান্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, সংস্কৃতি, অবকাঠামো উন্নয়নসহ সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগণের জীবন মানন্নোয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজ তথা জাতীয় টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন খাতে অবদান রাখতে পারে, তারই রূপরেখা হিসেবে এই নীতিমালা অনুসরণীয় হবে।

২. উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি

অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের ধারা-৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই নীতিমালা প্রণীত হলো।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের ধারা-৩ (খ), (গ), (ঙ) ও (চ): (যাহা 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" নামে অভিহিত) এর আলোকে এই সিএসআর নীতিমালা পরিচালিত হবে। সিএসআর নীতিমালায় নিম্নোক্ত ধারাগুলি ব্যাখা হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

"ধারা-৩(খ) - অ্যালামনাইদের বিশেষ কোন বিষয় দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন (যেমনঃ কোনো সদস্যের অকাল মৃত্যু, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ, অন্যান্য সমস্যাগ্রস্থ সদস্য/ পরিবারবর্গকে এ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে সামর্থ অনুযায়ী আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করা)।"

"ধারা-৩(গ) - অ্যালামনাইদের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতার জন্য পৃথক তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা করা।"

"ধারা-৩(ঙ) - বিভাগের অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আর্থিক সহায়তার জন্য পৃথক তহবিল গঠন করা এবং "পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" নামে শিক্ষা বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা।"

“ধারা-৩(চ) - বর্তমান শিক্ষার্থী ও চাকুরী প্রত্যাশীদের জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, প্রদর্শনী আয়োজন এবং গবেষণাগার, গ্যালারি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।“

৩. বাজেট এবং ব্যয়

কার্যনির্বাহী পরিষদ এই নীতিমালার পরিধির মধ্যে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি বছর একটি বাজেট বরাদ্দ করবে।

৪. খাত ভিত্তিক বরাদ্দ

বার্ষিক বাজেটের খাত-ভিত্তিক নির্দেশক বরাদ্দ হবে নিম্নরূপঃ

খাত	শতকরা হার	বিবরণ
বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উপকরণ প্রদান	৫০	মেধাবী কিন্তু অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উপকরণ প্রদান, লাইব্রেরি স্থাপন, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা, চাকরির সুযোগ গুলো নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ইত্যাদির মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা।
অ্যালামনাইদের কল্যাণ	৩০	অ্যালামনাইদের অকাল মৃত্যু, অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, দুর্ঘটনার শিকার, অন্যান্য সংকটময় সময়ে সাধ্যমতো আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক সহযোগিতা নিয়ে অ্যালামনাই পরিবারের পাশে থাকা।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১০	দেশের বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, দুর্যোগ, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র মানুষকে মানবিক সহায়তা।
বিবিধ খাতে	১০	স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশগত কার্যক্রম, সংস্কৃতি ও খলাধুলা ইত্যাদির জন্য সহায়তা।

৫. সিএসআর কমিটি

সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক কে প্রধান এবং ছাত্র ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদ কে সদস্য সচিব করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হবে, যা কর্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৬. সিএসআর খাত হতে ব্যয়

(ক) শিক্ষা বৃত্তি

(কক) শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভাগের সহায়তায় একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন করা যাবে। বিভাগীয় সভাপতি, বিভাগের শিক্ষার্থী উপদেষ্টা, অ্যাসোসিয়েশনের ছাত্র ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকদের নিয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা যাবে।

(কখ) প্রয়োজনে শিক্ষা বৃত্তির লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আলাদা ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা যেতে পারে। কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে হিসাব পরিচালনাকারী নিয়োগ করা হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা বৃত্তি সংক্রান্ত তহবিল এই হিসাবে স্থানান্তর করবে।

(কগ) অনেক ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শুধু শিক্ষা সহায়তার জন্য দান করতে উৎসাহ বোধ করেন। কেউ বা যাকাতের অর্থ দান করতে ইচ্ছুক, যা শুধু শিক্ষা খাতে ব্যয়ের উপযোগী। এসব উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। এই হিসাবের অর্থ শুধুমাত্র শিক্ষা খাতে ব্যয় করা যাবে।

(কঘ) শিক্ষাবৃত্তির প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবেঃ

(১) পরিসংখ্যান বিভাগের নিয়মিত শিক্ষার্থী হতে হবে।

(২) শুধুমাত্র অস্বচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিবেচনা করা হবে।

(৩) ধুমপান জাতীয় নেশা অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৪) পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে যুক্ত থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৫) স্নাতক প্রথম বর্ষ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত প্রতি ব্যাচ থেকে আবেদন করতে পারবে।

(৬) প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হওয়ার পাশাপাশি ক্লাস উপস্থিতি ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় নেওয়া হবে। অস্বচ্ছল শিক্ষার্থী অনেকেই থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বাছাইয়ের সুবিধা জন্য উপরোক্ত ধারাগুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৭) দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পরবর্তী সকল বর্ষের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ফলাফল দেখা হবে। তবে একজন ভালো ফলাফল করলেও তার থেকে কম সিজিপিএধারী হলেও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও শৃঙ্খল জীবনযাপন সম্পন্ন শিক্ষার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দুজনই অস্বচ্ছল হলে প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফল ও ব্যক্তিগত জীবনের শৃঙ্খলা বিবেচনায় নেওয়া হবে।

(৮) শিক্ষাবৃত্তি দেওয়ার পর শিক্ষার্থীকর রেজাল্ট সন্তোসজনক হতে হবে। নতুবা শিক্ষাবৃত্তি স্থগিত করা হবে।

(৯) যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে নির্দিষ্ট জিপিএ প্রয়োজন হয় এবং সেই ধাপ পেরিয়ে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হয়েছে। তাই পেছনের অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা হবে না।

(খ) অ্যালামনাইদের কল্যাণ

(১) কোন অ্যালামনাই বা তার পরিবারবর্গ উক্ত অ্যালামনাই এর পক্ষে বিশেষ কোন কারণে (যেমনঃ কোনো সদস্যের অকাল মৃত্যু, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ, অন্যান্য সমস্যাগ্রস্থ সদস্য/পরিবারবর্গকে) অ্যাসোসিয়েশন থেকে আর্থিক সহযোগিতা কামনা করে আবেদন করতে পারবে।

(২) সিএসআর কমিটি আবেদনের গ্রহনযোগ্যতা ও প্রয়োজনীতা যাচাইপূর্বক নিজেদের মতামত তুলে একটি প্রস্তাবনা কার্যনির্বাহী পরিষদে বিবেচনার জন্য পেশ করবে।

(৩) পরিস্থিতি বিবেচনায় সিএসআর কমিটি স্বপ্রনোদিত হয়ে কারও পক্ষে বা কোনো বিষয়ে আর্থিক সহায়তার জন্য প্রস্তাবনা কার্যনির্বাহী পরিষদে বিবেচনার জন্য পেশ করতে পারবে।

(৪) প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে।

(৫) পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরী প্রয়োজনে সিএসআর কমিটি একবারে সর্বোচ্চ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা মাত্র অনুদান হিসেবে প্রদান করতে পারবে, তবে তা পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ঘটনাত্তোর অনুমোদন নিতে হবে।

(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিবিধ খাত

(১) দেশের বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, দুর্যোগ, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র মানুষকে মানবিক সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশগত কার্যক্রম, সংস্কৃতি ও খলাধুলা ইত্যাদির জন্য সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো আবেদন প্রাপ্ত হয়ে সিএসআর কমিটি আবেদনের গ্রহনযোগ্যতা ও প্রয়োজনীতা যাচাইপূর্বক নিজেদের মতামত তুলে একটি প্রস্তাবনা কার্যনির্বাহী পরিষদে বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

(২) পরিস্থিতি বিবেচনায় সিএসআর কমিটি স্বপ্রনোদিত হয়েও কোনো বিষয়ে আর্থিক সহায়তা বা কোনো জনকল্যানমুলক কাজের জন্য প্রস্তাবনা কার্যনির্বাহী পরিষদে বিবেচনার জন্য পেশ করতে পারবে।

(৩) পরিস্থিতি বিবেচনায় সিএসআর কমিটি স্বপ্রনোদিত হয়ে কারও পক্ষে বা কোনো বিষয়ে আর্থিক সহায়তার জন্য প্রস্তাবনা কার্যনির্বাহী পরিষদে বিবেচনার জন্য পেশ করতে পারবে।

(৪) প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে।

(৫) পরিস্থিতি বিবেচনায় জরুরী প্রয়োজনে সিএসআর কমিটি একবারে সর্বোচ্চ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা মাত্র অনুদান হিসেবে প্রদান করতে পারবে তবে তা পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ঘটনাত্তোর অনুমোদন নিতে হবে।

৮. পরিচালনা

সিএসআর কমিটি এই নীতিমালার আওতায় সিএসআর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সিএসআর কমিটি সময়ে সময়ে কার্যনির্বাহী পরিষদকে সিএসআর কার্যক্রম অবহিত করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদন নিবে।

৯. যথাযথ পরিপালন

সিএসআর কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে। সিএসআর কমিটি নিশ্চিত করবে যে কোনো প্রস্তাবিত কার্যক্রোম সিএসআর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।